আ.লীগের নেতাকর্মীদের ভোটে পাশ করতে চান রাশেদ খান

ঝিনাইদহ-৪ আসনের বিএনপি প্রার্থী ও গণঅধিকার পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান বলেছেন, ‘আওয়ামী লীগের সবাই অপরাধ করে নাই। গণঅভ্যুত্থাণের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার পালা বদল হয়েছে। আমি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বলবো, যে আপনারা ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে বিএনপিকে বিজয়ী করুন। এবারের নির্বাচন স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির এবং স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তির নির্বাচন।’

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় কালীগঞ্জের বগেরগাছী বাজারে নির্বাচনী সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগের যারা অন্যায় করে নাই, অপরাধ করে নাই তারা বিএনপি’র কাছে নিরাপদ। আমি বারবার বলছি আওয়ামী লীগের সবাই তো অপরাধ করে নাই। গণঅভ্যুত্থাণের পর আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি আনার সাহেবের মার্কেট দখল করা হয়েছে। যারা আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান-মেম্বার ছিল তাদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করা হয়েছে। কালীগঞ্জের হাট-বাজার দখল টেন্ডারবাণিজ্য কারা করেছে আপনারা খোঁজ নেন।’

রাশেদ খান বলেন, ‘গণঅভ্যুত্থাণের পর ঝিনাইদহ-৪ আসনে ৫ জন মানুষ হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছে। এসব হত্যার দায়-দায়িত্ব কারা নিবে। যারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে আপনারা তাদের চিনেন। আজ যারা বিদ্রোহী প্রার্থী হয়েছেন তাদের নেতাকর্মীরা এসব ঘটনা ঘটিয়েছে। সুতরাং আমরা মনে করি এই খুনিদের জনগণ কোনোভাবেই আশ্রয় দিবে না।

আলমডাঙ্গায় মুক্তিযোদ্ধাদের

সঙ্গে নির্বাচনী মতবিনিময় সভায় শরিফ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকাল ১০টার সময় হাটবোয়ালিয়া বাজারে অবস্থিত ১ নং ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ সমিতির কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপজেলা সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আনিস উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক ও বিএনপি মনোনীত চুয়াডাঙ্গা–১ (আলমডাঙ্গা) আসনের ধানের শীষের প্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন— বীর মুক্তিযোদ্ধা জেলা আহ্বায়ক ইউনিট কমান্ড আবেছ উদ্দিন, হাজী আব্দুল মাবুদ, সাবেক জেলা কমান্ড, চাঁদ আলী, সদস্য জেলা ইউনিট কমান্ড,

বীর মুক্তিযোদ্ধা আনিসুর রহমান (দামুড়হুদা উপজেলা), সাবেক ইউনিট কমান্ডার ইসমাইল হোসেন (বেল্টু), আঃ মালেক, আলতাফ হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক, আলমডাঙ্গা উপজেলা কমান্ড, মতিউর রহমান, আহ্বায়ক, আলমডাঙ্গা উপজেলা কমান্ড, মহিলা মুক্তিযোদ্ধা মোমেনা বেগম (হারদী)।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধা সদস্য জিন্নাত আলী, গিয়াস উদ্দিন, আবুল হাসেম, রইস উদ্দিনসহ আরও অনেকে। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান ধুনা, সোয়োব উদ্দিন, খোসদেল আলম, মজনু, নাসির উদ্দিন, বাশির উদ্দিন, মারফোত আলী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান রাসেল হুদা, হাসান আলী, চঞ্চলসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, “বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান জাতি কখনো ভুলবে না। আপনাদের রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়েই আজ আমরা স্বাধীন দেশে কথা বলতে পারছি। মুক্তিযোদ্ধারা এ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান, তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সকলের।”

তিনি আরও বলেন, “বিএনপি সবসময় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, গণতন্ত্র ও মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করে এসেছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দিয়ে আমাকে জয়যুক্ত করলে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ, এলাকার সার্বিক উন্নয়ন এবং আলমডাঙ্গাসহ চুয়াডাঙ্গা-১ আসনকে একটি শান্তিপূর্ণ ও উন্নয়নসমৃদ্ধ আসনে রূপান্তর করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করবো।”

দামুড়হুদায় মাহমুদ হাসান খান বাবু’র ধানের শীষের পক্ষে প্রচারণা ও গণসংযোগ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গতকাল রবিবার সন্ধ্যার পরে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের বিভন্ন ওয়ার্ডে মাহমুদ হাসান খান বাবুর ধানের শীষের পক্ষে প্রচারণা ও গণসংযোগ করেন।

এসময় তিনি হাউলী ইউনিয়নের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে পাড়ায় মহল্লায় ধানের শীষের পক্ষে ভোট চান। তার উপস্থিতিতে ওয়ার্ডের প্রত্যেকটি নেতাকর্মীর মনে আবেগ প্রবল হয়ে ধানের শীষের পক্ষে জোর প্রচারণা চালায়। প্রিয় নেতাকে কাছে পেয়ে স্থানীয় নেতাকর্মী তাদের ওয়ার্ডের চাওয়া পাওয়া বিষয়গুলো তুলে ধরেন।

তারা বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট আমল থেকে আমাদের ০১নম্বর ওয়ার্ডে আজ পর্যন্ত কোথাও কোনো পিচের রাস্তা করা হয়নি। এ সময় মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, আল্লাহ পাক যদি আমাকে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে এমপি হিসাবে কবুল করেন তাহলে আমি আপনাদের এক নম্বর ওয়ার্ডের পিচের রাস্তা করার ব্যবস্থা করে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। এসময় হাউলী ইউনিয়ন বিএনপি’র নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন করেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও ২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু।

উক্ত নির্বাচনী পথসভায় উপস্থিত ছিলেন, হাওলি ইউনিয়ন বিএনপি’র

সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী সহ বিএনপি ও তার অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নিবার্চনকে ঘিরে বিএনপির নেতাকর্মীদের ব্যাপক প্রচারণা

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নিবার্চনকে ঘিরে নেতাকর্মীরা ব্যাপক প্রচারনা শুরু করেছে। তবে এবারের প্রচারনায় নারী ভোটাদেরকে বেশী বেশী গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানান প্রার্থীদের নেতাকর্মীরা।

গতকাল দর্শনা পারকৃষ্ণপুর গ্রামে ধানের শীষের পক্ষে নারীদের নিয়ে সমাবেশ করে ইউনিয়ন বিএনপির নেতাকর্মীরা। এ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন, দর্শনা থানা মহিলা দলের সভানেত্রী নিলুফা ইয়াসমিন। এ নারী সমাবেশে নারীদের কাছে ভোট চাওয়া হয় এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চাওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

এ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আজিবার রহমান, ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি আলী আহম্মদ, দর্শনা থানা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক আশাবুল হক আনার ও নজরুল মাষ্টার।

এছাড়া নারী নেত্রীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুগ্ম সম্পাদিকা পারুল খাতুন, উপজেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদিকা সালেহা খাতুন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সভাপতি শফি উদ্দিন। এদিকে দর্শনা পৌর বিএনপি’র উদ্যোগে দর্শনা দাস পাড়া থেকে ধানের শীষের পক্ষে একটি মিছিল বের করা হয়।

মেহেরপুরে পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুরে পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী মাসুদ অরুনের দিকনির্দেশনা ও পরামর্শে প্রতিদিনের ধারাবাহিক ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুরের ১নং ওয়ার্ডে গতকাল রবিবার ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা, গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মসূচিতে যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন, সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি, জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর সুজন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসনাত আফরোজ, পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব জারজিস ইউসুফ রমিকসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে ছাত্রদলের

ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ ও সমাবেশ

মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রদলের নেতৃত্বে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়ে গণসংযোগ ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রোববার বিকাল ৪টার দিকে সদর উপজেলার আমঝুপি এলাকায় এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়। গণসংযোগকালে নেতাকর্মীরা ধানের শীষ প্রতীকে ভোট প্রদানের জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক বিএনপির মনোনীত প্রার্থী শফিকুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক শেখ রাশেদুল ইসলাম রাজন, দপ্তর সম্পাদক লিজন আহম্মেদ, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক তৌফিক এলাহিসহ সদর উপজেলা ছাত্রদলের বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব ফজলে রাব্বী।

কালীগঞ্জে বিএনপির কার্যালয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশের মামলা: ইউপি চেয়ারম্যানসহ আটক ৬

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বিএনপি’র প্রার্থী রাশেদ খানের কার্যালয়ে নির্বাচন উত্তর পর্যালোচনা সভায় দু’পক্ষের সংঘর্ষের সময়ে পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে ৮ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

গতকাল শনিবার কালীগঞ্জ থানার এস আই জাহিদ হোসেন বাদী হয়ে এ মামলাটি দায়ের করেন। এ ঘটনায় শনিবার বিকেলে ৬ জনকে আটক করেছে

পুলিশ। আটককৃতরা হলো- মহারাজ পুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খুরশিদ আলম, মতি মিয়া, মনিরুল ইসলাম, নুর আঙ্গির মন্ডল, পলাশ মন্ডল ও ওলাদ হোসেন। আটককৃতরা সবাই সদর উপজেলার খামারইল ও বিষয়খালী এলাকার বাসিন্দা।

মামলার বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্বাচনী কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকালে রাশেদ খানের কার্যালয়ে বিএনপির দু’পক্ষের মধ্যে সংঘষ ও মারধরের ঘটনা ঘটে। এ সময় তারা দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের ওপরও হামলা চালায়। এতে কালীগঞ্জ থানার ৩ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়। এ ঘটনার মামলায় অভিযুক্তদের আটকে পুলিশ শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টায় বিষয়খালী বাজারে অভিযান চালিয়ে ৬ জনকে আটক করে।

কালীগঞ্জ থানার অফিসার্স ইনচাজ (ওসি) জেল্লাল হোসেন জানান, পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় একটি মামলায় ৬ জনকে আটক করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের ঝিনাইদহ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় গ্রামেগঞ্জে বিএনপির নির্বাচনী প্রচারণায় নীলিমা আক্তার বিশ্বাস

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিএনপি’র সাবেক সংসদ সদস্য শহিদুল ইসলাম বিশ্বাসের কন্যা কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সদস্য, জিয়া পরিষদের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাবেক সদস্য নীলিমা আক্তার বিশ্বাস চুয়াডাঙ্গা–২ আসনের বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু’র নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের মাঝে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তিনি দামুড়হুদা উপজেলার কাঁঠালতলায় অবস্থিত হাউলি ইউনিয়ন বিএনপির নির্বাচনী অফিস পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি স্থানীয় ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন এবং মাহমুদ হাসান খান বাবুর জন্য ধানের শীষ

প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করেন।

নির্বাচনী অফিসে উপস্থিত নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে নীলিমা আক্তার বিশ্বাস বলেন, “ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে জনগণের পাশে দাঁড়াতে হবে। জনগণের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জনের মাধ্যমেই এই আসনে বিজয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব। তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের সংগঠিত হয়ে মাঠপর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। এসময় তিনি নির্বাচনী কৌশলগত বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন এবং নেতাকর্মীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। তাঁর উপস্থিতিতে পুরো এলাকায় সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ, মুহুর্মুহু স্লোগানে মুখরিত হয় প্রাঙ্গন।

স্থানীয় জনগণ প্রিয় নেত্রীকে কাছে পেয়ে আবেগে আপ্লূত হয়ে পড়েন। নীলিমা আক্তার বিশ্বাসের এই আকস্মিক সফর ও দিকনির্দেশনায় হাউলি ইউনিয়নসহ আশপাশের এলাকায় বিএনপি’র নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা ও কর্মচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেছে। পরে তিনি হাউলী ইউনিয়নের কাদিপুর, লোকনাথপুর সহ বিভিন্ন স্থানে ধানের শীষের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা ও ভোট প্রার্থনা করেন।

মুজিবনগরে জাতীয়তাবাদী মহিলাদলের নির্বাচনী কর্মীসভা

মুজিবনগরে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের নির্বাচনী কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বেলা বারোটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের দারিয়াপুর পুরাতন ক্যাম্প পাড়ায় এই কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনী কর্মীসভায় মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সভাপতি সৈয়দা সাইয়েদাতুন নেছা নয়ন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর-১ আসন (মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর) এর বিএনপি এর মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী মাসুদ অরুন।

কর্মীসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুন বলেন, দীর্ঘদিন

ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেয়ার সুযোগ আমাদের হয়নি। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে আমরা কেন ধানের শীষে ভোট দিব আমাদের নেতা তারেক রহমান বলেছেন, বিএনপি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গেলে আমরা প্রত্যেক পরিবারে মা বোনদের হাতে ফ্যামিলি কার্ড তুলে দেওয়া হবে। কোনো মায়ের হাতে এই ফ্যামিলি কার্ড থাকলে আপনারা প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল ৩ কেজি ডাল ১০ কেজি তৈল ২ কেজি লবণ এবং নগত ২ হাজার ৫ শত টাকা যদি পান তাহলে এই কার্ড সার্থের কার্ড থাকবে না এই কার্ড হবে ঐ মায়ের ঐ পরিবারে সন্মান রক্ষার প্রতীক। আমরা বলেছি দুটি ভোট যদি কমেও হয় তবুও মায়েদের সম্মান রক্ষার্থে এই কার্ড পাবে মায়েরা।

এ সময় তিনি আগামী ১২ তারিখ ধানের শীষে ভোট দিয়ে বিএনপি কে নির্বাচিত করার আহ্বান জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির সহ স্থানীয় বিএনপি ও মহিলা দলের নেতাকর্মীবৃন্দ।

ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের ভোট টানতে মরিয়া প্রার্থীরা

ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা জমে উঠেছে। নিজেদের পক্ষে ভোট টানতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন। দিচ্ছেন উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি। বিশেষ করে আওয়ামী লীগের ভোটারদের সমর্থন পেতে অধিকাংশ প্রার্থী সরব হয়েছেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ নেতাকর্মীদের ওপর জুলুম করা যাবে না বলে বিভিন্ন সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন তাঁরা। তাদের হয়রানি না করতেও হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। আওয়ামী লীগের ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এই সরকারের দায়িত্ব বলেও মন্তব্য করেছেন কেউ কেউ। অনেকে দাবি করেছেন, তা না হলে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা প্রশ্নের মুখে পড়বে।

জানা গেছে, ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা) আসনে বিএনপির প্রার্থী সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগের ভোটারদের সমর্থন পেতে প্রকাশ্যে দলটির পক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন।

একটি নির্বাচনী সভায় মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘আওয়ামী লীগে যেমন খুনি আছে, তেমনি অনেক আদর্শিক সৈনিকও আছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার জন্য জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। আমি তখন অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলাম, সেটি আমি হতে দেইনি।’

ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ ও সদরের আংশিক) আসনে বিএনপির প্রার্থী গণঅধিকার পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করছেন। তিনিও নির্বাচনী প্রচারে কৌশলে আওয়ামী লীগের সাধারণ ভোটারদের সমর্থন অর্জনের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

বিভিন্ন সভা-সমাবেশে তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগের নিরীহ ও সাধারণ কাউকে যেন জুলুম বা অত্যাচার করা না হয়।’ চব্বিশের ৫ আগস্টের পর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজির বিরুদ্ধেও তিনি প্রকাশ্যে কথা বলছেন।

এছাড়া নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরাও আওয়ামী লীগের ভোট টানতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দলটির নেতাকর্মীরা আওয়ামী লীগের ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আশ্বাস দিচ্ছেন।

অপরদিকে ঝিনাইদহ-২ ও ঝিনাইদহ-৪ আসনের অন্যান্য প্রার্থী ও তাঁদের কর্মী-সমর্থকরাও আওয়ামী লীগের ভোটারদের কাছে টানতে নানা কৌশল অবলম্বন করছেন।

জেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আনোয়ারুজ্জামান আজাদ বলেন, ‘কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় এবারের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কার্যত নির্বাচনী মাঠে নেই। ঝিনাইদহের সবকটি আসনেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীদের মধ্যে। এ কারণে প্রার্থীরা কৌশলে আওয়ামী লীগের ভোটার টানার চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ আওয়ামী লীগ-সমর্থিত ভোটারদের নিরাপদে রাখার আশ্বাস দিচ্ছেন, আবার কেউ কেউ ভোট না দিলে নানা ধরনের ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন। এটি ভোটের রাজনীতির একটি অংশ হয়ে উঠেছে। তবে আওয়ামী লীগের ভোট কোন প্রার্থী পাবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না।’

তিনি আরও বলেন, ‘ঝিনাইদহ-৪ আসনে বিএনপির নেতা-কর্মীরা স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী ও সমর্থকদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় বিএনপি ও জামায়াতের কর্মীরা একে অপরের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলছে। অনেককে ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে, যা নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নষ্ট করছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নজরদারি আরও বাড়াতে হবে।’

ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনে মোট ২১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এবারের নির্বাচনে জেলার চারটি আসনে মোট ১৫ লাখ ৯৬ হাজার ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এর মধ্যে নারী ভোটার ৮ লাখ ৯৫ হাজার ৯৮৪ জন, পুরুষ ভোটার ৮ লাখ ৩৯০ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ২৯ জন।